০১-০৭-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - শিববাবার প্রথম শ্রীমৎ হল ভোরবেলা উঠে আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের তরী তীরে পৌঁছে যাবে।"

প্রশ্নঃ- উদারচিত্ত বাচ্চাদের লক্ষণ কেমন হয়?

উত্তরঃ- ১) তারা অপরেরও কল্যাণ করতে থাকে। তাদের দান করার শখ থাকে।এই সময়ে যে দান করে তারই পূণ্য জমা হয়।
২) উদারচিত্ত বাচ্চারা ভোলানাথ বাবার মতই উদার হয়। তারা যজ্ঞে দধিচী ঋষির মত নিজের অস্থি পর্যন্ত দান করে।

গীতঃ- কে এসেছ আমার মনের দ্বারে...

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের জন্য কে এসেছেন? তাকে ভোরের সাঁই (মালিক) বলা হয়। কারণ তিনি রাত্রিকে সকালে পরিবর্তিত করেন। রাবণ হল রাত্রির সাঁই। এটা ভালো ভাবে নোট করলে তবেই বুদ্ধিতে বসবে। বুদ্ধির মধ্যেও পার্থক্য আছে। বুদ্ধি সতোপ্রধান, সতো, রজো এবং তমোগুণী হয়। কেউ তো ইশারাতেই বুঝে যায়। তোমরা বুঝতে পারছ যে ইনিই হলেন ভোরের সাঁই যিনি রাত্রিকে দিনে পরিবর্তিত করেন। তিনি তোমাদেরকে এখন দিনের মালিক অর্থাৎ নতুন দুনিয়ার মালিক বানাচ্ছেন। কিন্তু মালিক তখনই হবে যখন শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকবে। ব্যবসায়ীরা সকালবেলা দোকান খোলার সময়ে মাথা ঠুকে প্রণাম করে। মন্দিরেও এইরকম করে। দোকানের সামনে প্রণাম করে তারপর ভেতরে ঢোকে, কারণ ওই দোকান থেকে তার উপার্জন হয়। তারা প্রার্থনা করে - হে প্রভু, একজন ভালো খরিদ্দার পাঠিয়ে দাও যাতে সকালবেলা আমার ভাল উপার্জন হয়.... এইরকম অনেক কিছুই বলে। তোমরা বাচ্চারা এখন জানো যে তিনি কে। আমরা আত্মারা জানি যে উনি হলেন আমাদের পিতা। তিনি রাত্রিকে দিনে পরিবর্তিত করেন তাই তিনি হলেন সাঁইবাবা। আজকাল তো অনেক সাঁইবাবা বেরিয়ে গেছে। আসলে সাঁইবাবা তো একজনই যিনি রাত্রিকে দিনে পরিবর্তিত করেন, তিনি খুবই ভোলা। তাঁর নামই হল ভোলানাথ। ভোলাভালা মাতা এবং কন্যাদের ওপর তিনি জ্ঞানের কলসী রাখেন, তাদেরকে উত্তরাধিকার দিয়ে বিশ্বের মালিক বানান। তোমরা যদি ভোরবেলা উঠে তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তাহলে তোমাদের তরী তীরে পৌঁছে যাবে। তিনি কোনও পরিশ্রম করাচ্ছেন না। কেবল এই কারবার করাচ্ছেন যে সবাইকে তাঁর পরিচয় দিতে থাক। সবাইকে বল, যিনি রাতকে দিন বানান অর্থাৎ নরককে স্বর্গ বানান তিনি বলছেন আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। বার্তা দিতে হবে, আগেও তোমরা সবাইকে বার্তা দিয়েছিলে। তোমরা বোঝাতে পারো যে ভগবান অর্থাৎ বাবা এসেছেন উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য। বেহদের বাবা নিশ্চয়ই স্বর্গের উত্তরাধিকারই দেবেন। কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ভোলা মাতাদের জন্য তিনি কতই না সহজ পদ্ধতি বলছেন। মিষ্টি মিষ্টি মাতারা এবং মিষ্টি মিষ্টি কন্যারা, তোমাদেরকে আর কোনো পরিশ্রম করাচ্ছি না। কেবল অন্যসব সঙ্গ ত্যাগ কর। ভক্তিমার্গে তুমি কথা দিয়েছিলে - তুমি এলে আমি তোমারই হয়ে যাব। আমার জীবনে তো কেবল শিববাবাই আছেন, আর কেউই নেই। গিরিধর গোপালের মহিমা করা হয় কিন্তু সেটা তো বাবাই। দুনিয়ার

মানুষ কৃষ্ণকে গোপাল বলে দিয়েছে। বাস্তবে এরাই হল আসল গরু, শিববাবা জ্ঞানের দ্বারা এদেরকে পালন করেন, জ্ঞান ঘাস খাওয়ান। কৃষ্ণের আত্মাও এখন তার অনেক জন্মের মধ্যে অন্তিম জন্মে আছে। প্রতি জন্মতেই নাম-রূপ-দেশ-কাল পৃথক হয়। তোমরাই শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ এবং তারপর ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হও। একে রাধা-কৃষ্ণের বংশাবলীও বলা যাবে, আবার বিষ্ণুর বংশাবলীও বলা যাবে। তোমরাই বিষ্ণুর বিজয়মালা বা রাধা-কৃষ্ণের বিজয়মালা ছিলে। তারপর অনেক জন্মের চক্র অতিক্রম করে এখন এইরকম হয়েছ। এইবার তোমরা ব্রাহ্মণরা পুনরায় দেবতা হবে। ক্রমানুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে সত্যযুগের রাজা, রানী, প্রজা ইত্যাদি সবাই তৈরি হবে। বাবা বলছেন, যতটা সম্ভব শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। তাঁর প্রথম শ্রীমৎ হল "ভোরবেলা উঠে ভোলানাথ সাঁই বাবাকে স্মরণ কর। বাবা বলছেন তোমরা তো আত্মা, শরীর ধারণ করে অভিনয় করছ। তোমরা আত্মারা ওপরে থাক। তোমরা জানো যে আমাদের বাবা এখন আমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে পড়াচ্ছেন। প্রতি কল্পের সঙ্গমে কেবলমাত্র একবারই শিববাবা আসেন" । এক কল্প সময় (৫০০০ বছর) পরে তোমাদেরকে পুনরায় এইটা নিশ্চয় করতে হবে যে আমি হলাম আত্মা। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে দৈত্যের উদাহরণ দেওয়া হয়। দৈত্য বলত, আমাকে কাজ দাও নাহলে তোমাকে খেয়ে নেব। বাবা বলছেন, আমাকে স্মরণ না করলে দৈত্যরূপী মায়া এসে খেয়ে নেবে। তবে এমনও নয় যে সর্বদাই তোমাদের স্মরণ থাকবে। তোমরা তো এখন পুরুষার্থী। এটা হল সহজ রাজযোগ এবং জ্ঞান। এর দ্বারা সুস্বাস্থ্য এবং সম্পত্তি দুটোই পাওয়া যায়। মন্মনা ভব এবং মধ্যাজী ভব। বাবা বলছেন আমাকে এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ কর। কেন শুধু শুধু নিজের সময় নষ্ট করবে? অর্ধেক কল্প ধরে তো ভক্তি করে নিজের সময় নষ্ট করেছ। অর্ধেক কল্প হল ব্রহ্মার দিন এবং অর্ধেক কল্প হল ব্রহ্মার রাত্রি। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ কল্পের আয়ু অনেক বড় দেখিয়ে দিয়েছে, কলিযুগের আয়ু এত হাজার বছর, সত্যযুগের আয়ুও অনেক হাজার বছর। কিন্তু তাহলে তো অর্ধেক অর্ধেক হওয়া সম্ভব নয়। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন, প্রথমে ছিল অব্যাভিচারী ভক্তি, পরে ব্যভিচারী হয়ে গেছে। ভূত পূজা অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বেরও পূজা করা শুরু করেছে। বাবা দেখেছেন যে গঙ্গার তীরে গিয়ে নিজের পূজা করায়। সাঁইবাবাও অনেক রকমের আছে। এই বাবা তো অত্যন্ত গুপ্ত। তোমাদের হৃদয়ই তাকে চিনতে পারে। বাবা বলছেন, আমি হলাম তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা, তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাতে এসেছি। যেহেতু তিনি হেভেনলি গড ফাদার তাই তিনি অবশ্যই স্বর্গেরই স্থাপনা করবেন। রাবণ এসে নরক স্থাপন করে। এটাও তোমরা বোঝো। মানুষ তো কেবল কথার কথা বলে, বোঝেনা কিছুই। তারা এও বলে যে এটা হল উল্টো বৃক্ষ বা কল্পবৃক্ষ। কিন্তু এর আয়ু কত সেটা বলতে পারবে না। কোনও বৃক্ষের আয়ু তো লক্ষ বছর হতে পারেনা, সেটা অসম্ভব। বাবা কত ভালোবেসে বোঝাচ্ছেন। মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা । যেমন লৌকিক বাবা ভালোবেসে বোঝায় যে স্কুলে যাও, এটা করো-ওটা করো। এখন তমোপ্রধান অবস্থা। রজোপ্রধান অবস্থাতেও শিক্ষক ভাল শিক্ষা দিত এবং মা-বাবাও ভাল শিক্ষা দিত। সুখের আশাতেই তো সন্তানের রচনা করে। বলে যে একজন পুত্র তো অবশ্যই দরকার। আবার পুত্র থাকলে বলবে একজন কন্যাও প্রয়োজন নাহলে ঘরে লক্ষ্মী আসবে না। এখন তো খুবই খারাপ অবস্থা, সন্তানরাই মা-বাবার জীবনে অনেক সমস্যার কারণ হয়। সত্যযুগে এইরকম হয়না।

তোমরা মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা এখন স্বর্গের বাদশাহী নিচ্ছ। তোমরা বোঝো যে মানুষ এখন কত পাথরবুদ্ধি হয়ে গেছে। নিজের বাবাকেই জানেনা। তোমাদের মধ্যেও ক্রমানুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে এইসব জানো। বাবাকে স্মরণ করা খুবই পরিশ্রমের, প্রতি মুহূর্তেই ভুলে যাও। আজকে তোমরা তাকে

চেনো কিন্তু কালকে আবার এইরকম বলোনা যে আমি তাঁর সন্তান নয়। তাহলে তো অযোগ্য সন্তান বলা হবে। অযোগ্য সন্তানকে বাবা কখনই তাঁর সম্পত্তি দেয় না। মানুষ ভক্তিমার্গে জপ, তপ, তীর্থ ইত্যাদি যা কিছু করেছে তার ফলে তারা আরও পতিত হয়েছে। ভক্তি তো মানুষ অনেক করে। তা সত্ত্বেও এইরকম অবস্থা কেন? ভারতে অনেক ভক্তি করা হয়। বাবা বলছেন – যারা পুরাতন ভক্ত, যারা শুরু থেকে শিববাবার ভক্তি করে এসেছে তারাই ক্রমশঃ নীচে নামতে নামতে পতিত হয়ে গেছে। কল্পবৃক্ষের ছবিতেও দেখ যে প্রথমে সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশীরা ছিল, তারপরে ভক্তিমার্গ দেখানো হয়েছে। ভক্তিমার্গের শেষে একেবারে কালো হয়ে যায়। সমগ্র দুনিয়াই কালো লৌহযুগী হয়ে যায়। এটাই নাটকের খেলা। অর্ধেক কল্প ধরে জ্ঞান এবং অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তি অবশ্যই চলবে। এখন তোমরা বাচ্চারা জ্ঞান প্রাপ্ত করছ। ভোরের সাঁই এসে জ্ঞান দিচ্ছেন। দুনিয়াতে তো অনেক রকমের সাঁই আছে। তোমরা যদি দুনিয়ার বড় বড় দেশে ঘুরে আসো, বিচার করলে দেখতে পাবে যে প্রত্যেক জায়গাতেই এই ধরনের অনেক মানুষ আছে, যাদের সম্বন্ধে লোকে বলবে যে ইনি তো যেন সাক্ষাৎ সাঁইবাবা। সদগুরু তো সদগতিই দেবেন। সদগুরু তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানান। এই সকল কথা কে বোঝাচ্ছেন? আত্মা বলে – বাবা, তুমি সত্যি কথাই বলছ, আমরা তোমার শ্রীমৎ অনুসারে তোমাকেই স্মরণ করব। প্রতি কল্পেই আমরা তোমাকে স্মরণ করে তোমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিই। আগেও বহুবার তোমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিয়েছি, এখন পুনরায় নিচ্ছি। এটাও স্মরণে রাখতে হবে যে বরাবর আমরা বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার নিই। তারপর ৫ হাজার বছর পরে এইভাবেই সব হারিয়ে ফেলব এবং তুমি আবার আসবে আর আমরা উত্তরাধিকার নেব। কতই না সহজ কথা। পুরাতন ঘরে থেকেই তো নতুন ঘর বানানো হয়। তার জন্য সময় তো লাগে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা নতুন ঘর বানাচ্ছেন। এখন পুরাতন ঘরের থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করতে হবে। সত্যযুগ হল নতুন ঘর। ওখানে গিয়ে আমরা রাজত্ব করব। ওটা হল বেহদের নতুন ঘর আর এই দুনিয়া হল বেহদের পুরাতন ঘর যার প্রতি তোমাদের বেহদের বৈরাগ্য আছে। কলিযুগের পুরাতন ছি-ছি সম্বন্ধ থেকে বেরিয়ে এসে আমরা এখন সত্যযুগের সুন্দর সম্বন্ধের জন্য পুরুষার্থ করছি। তাহলে পুরুষার্থও খুব ভালো করে করতে হবে। পরমপিতা পরমাত্মার সাথে আত্মাদের কতই না ভালোবাসা থাকা প্রয়োজন। অন্যান্য কোনো কিছুর প্রতি ভালোবাসা না রেখে এক বাবার প্রতি ভালোবাসা রাখতে হবে। সকল দ্রৌপদী এখন নগ্ন হওয়ার থেকে পরিত্রাণের প্রার্থনা করছে। তাদের ওপর অনেক অত্যাচার করে। বাবা বলছেন, এত পাপ করলে তবেই না পাপের ঘড়া পূর্ণ হবে। এটাও নাটক অনুসারেই হচ্ছে। এতে জানোয়ার, পাখি ইত্যাদি সকলেরই পার্ট আছে। আজকে যেটা হল সেটা আগের কল্পেও হয়েছিল। খবর কাগজে লেখে গত ১০০ বছরের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটেছে... কিন্তু সেটা তো সহজ, তাদের কাছে সমস্ত ইতিহাস তো থাকেই। সেখান থেকে মুখ্য মুখ্য কথা লিখে দেয়। তোমরাও এইরকম লিখতে পার যে হুবুহু ৫ হাজার বছর আগে কি হয়েছিল। খবরের কাগজে তো অনেক কিছুই লেখে । ৫ হাজার বছর আগে কি হয়েছিল সেটা বোঝাতে হবে। দুনিয়াতে যেসব ঘটনা ঘটেছে, বল যে সেইসব ৫ হাজার বছর আগেও ঘটেছিল। মুখে সবাই বলে যে ভারত আগে স্বর্গ ছিল, কিন্তু তোমরা সেটা প্রমান করে দেখাবে। বল যে সেই ভারতই এখন একেবারে কাঙাল হয়ে গেছে। এইসব লড়াই কোনো নতুন ঘটনা নয়। প্রতি কল্পেই এই ঘটনা ঘটে। কিন্তু তোমাদের কথা কেউ মানতে চাইবে না। তবে কেউ না কেউ এমন আসবে যে এইসব কথা বুঝবে। এটাও বুঝতে পারে যে মৃত্যু নিকটেই। কেউ কেউ আছে যারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও এইসব বোমা ইত্যাদি তৈরি করে। বেচারা মানুষরা একেবারে ঘন অন্ধকারে আছে। কিছুই বোঝে না, মুখে যা আসে তাই বলে দেয়। নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভাবে। তোমরা জানো যে এইসব তো বিনাশ হয়ে

যাবে। বাবা বলছেন, হাহাকারের পরে জয়জয়কার হবে। তখন সকলে ভগবানকেই স্মরণ করবে। যে যার ইষ্টদেবতা সে তাকেই স্মরণ করবে। ভগবানকে তো জানেই না। তোমরা জানো যে ভগবান হলেন বিন্দুর মত। এটা কতই না আশ্চর্যের যে তিনি কত ছোট বিন্দু। তোমরা তো এই কথা বলবে না যে তিনি এত বড় লিঙ্গ। তোমরা বলবে যে তিনি তারার মত। আত্মাও তারার মতো। আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে। এইসব কত সূক্ষ্ম বিষয়। ঝট করে কাউকে এইসব বলা যাবেনা। প্রথমে বলতে হবে যে বাবাকে স্মরণ করলে উত্তরাধিকার পাবে। কতই না গুপ্ত কথা। সেইজন্যই বলা হয় আজ তোমাকে গুপ্ত কথা শোনাব। কতরকমের যুক্তি দিয়ে বোঝানো হয়। বাবা রাত্রিবেলা প্রশ্ন করেছিলেন যে বিষ্ণুর নাভি থেকে বেরিয়ে আসতে ব্রহ্মার কত সময় লাগে আর ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু হওয়ার জন্য কত সময় লাগে? কালকে আমরা কত অজ্ঞানী ছিলাম আর আজকে আমরা কত জ্ঞানী। খুবই আশ্চর্যের বিষয়। বিচক্ষণতার ক্ষেত্রেও ক্রম থাকে। তোমরা বাচ্চারা টেপের সাহায্যেও বাবার মুরলী শোনো। বাচ্চারা চায় যে আমরা টেপে প্রতিটা অক্ষর ভালো করে শুনব। যার শখ থাকবে, ধনবান এবং উদারচিত্ত হবে সে অপরেরও কল্যাণ করবে। যে এইসময়ে দান করবে, তারই পূণ্য জমা হবে। কিন্তু কলিযুগে যেসব দান করা হয় তার দ্বারা তো আরও পাপ আত্মা হয়ে যায়। আমাদের সাঁইবাবা কত ভোলানাথ এবং উদারচিত্ত। তোমাদেরকেও উদারচিত্ত হতে হবে। যজ্ঞে দধিচী ঋষির মত অস্থি পর্যন্ত দান করতে হবে। বাবা বলছেন, তোমরা হলে দুনিয়ার মধুরতম এবং সবথেকে ভাগ্যশালী সন্তান। তোমরাই বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছ। আচ্ছা –

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:–

১) একমাত্র বাবার প্রতিই সত্যিকারের ভালোবাসা রাখতে হবে। কলিযুগের পতিত সম্বন্ধের থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করতে হবে। এই পুরাতন দুনিয়ার প্রতি বেহদের বৈরাগ্য রাখতে হবে।

২) আমরা হলাম দুনিয়ার মধ্যে সবথেকে ভাগ্যশালী সন্তান যারা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছে – এই নেশাতে থাকতে হবে। উদারচিত্ত হতে হবে।

বরদান:– পরখ করার শক্তি দ্বারা কুসঙ্গ অথবা ব্যর্থ সঙ্গ থেকে দূরে থেকে শক্তিশালী আত্মা হও

কোনো কোনো বাচ্চা কুসঙ্গ অর্থাৎ খারাপ সঙ্গ থেকে তো বেঁচে যায় কিন্তু ব্যর্থ সঙ্গের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যায় কারণ ব্যর্থ কথাবার্তা বাইরে থেকে সুন্দর এবং আকর্ষণীয় হয়। তাই বাপদাদার শিক্ষা হল – ব্যর্থ শুনোনা না, ব্যর্থ বোলো না, ব্যর্থ কর্ম করো না, ব্যর্থ দেখোনা না এবং ব্যর্থ কিছু চিন্তাও করোনা না । এমন শক্তিশালী হও যাতে এক বাবা ছাড়া অন্য কোনও সঙ্গের রং প্রভাবিত করতে না পারে। পরখ করার শক্তি দ্বারা খারাপ অথবা ব্যর্থ সঙ্গকে আগে থেকেই পরখ করে পরিবর্তন করে দাও – তাহলেই শক্তিশালী আত্মা বলা যাবে।

স্লোগান:– সর্বদা হালকা থাকার অনুভব করতে হলে বালক এবং মালিকত্বের মধ্যে ভারসাম্য রাখো।